ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করে সরল-সঠিক পথের দিশা দিয়ে ধন্য করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি তাঁর উপর নাযিলকৃত 'দীন' আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গরূপে, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই। অতঃপর–

আমরা জানি, মানবজীবনে 'ঈমান' সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ, অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য একটি বিষয়। ঈমানের মূলধন ব্যতীত জীবনের যাবতীয় তৎপরতা সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য ও সর্বোতভাবে ব্যর্থ। আমরা এ কথাও জানি যে, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

কিন্তু, অনেকেই জানে না যে, 'ইহকালীন' ও 'পরকালীন' জীবনকে আলাদাভাবে বিবেচনার কারণে অজ্ঞাতসারেই যে কেউ ঈমান ও ইসলামের মহানিয়ামতের গণ্ডি থেকে ছিটকে পড়ে 'বেঈমান' ও 'অমুসলিম' হয়ে যেতে পারে। 'মুক্তচিন্তা', 'প্রগতি', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি পরিভাষাগুলোর অপপ্রয়োগের কবলে পড়ে অনেকেই নিজেদের সীমিত ও অপ্রতুল জ্ঞানের উপর ভর করে 'ঈমান ও ইসলাম'-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, গভীর, ব্যাপকতর কল্যাণকর বিষয়গুলোকে পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করে বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে এর মাধ্যমে জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। সে হয়তো খেয়ালই করে না যে, নিজের জ্ঞান-যুক্তি ও বুদ্ধিতে আসুক বা না আসুক ইসলামে প্রবেশ করতে হবে পরিপূর্ণভাবে; এখানে 'কিছু মানা' আর 'কিছু ছাড়া'র কোনো অবকাশই নেই।

বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও দা'ঈ ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন এই গ্রন্থে এমনসব বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও দালিলিক জ্ঞান রাখা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। কারণ, দল-মত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই যেন জীবনের সব ক্ষেত্রে 'ইসলাম ও ঈমান' ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে– এমন বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করে জীবনের কঠিনতর পরিস্থিতিতেও যেন নিজের ঈমান রক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে পারেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর অবিচল থেকে ইসলামের সকল বিধি–বিধান যথাযথভাবে পরিপালনের তাওফীক দিন এবং আখিরাতের নাজাত ও কল্যাণের অংশীদার করুন। আমিন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
সম্পাদক ও প্রকাশক, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স

লেখক পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার কৈয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নুর আহমাদ, মাতার নাম আনোয়ারা বেগম। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে একাদশতম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। পরবর্তীতে একই বিভাগ হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। কামিল (হাদীস) পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। তিনি 'নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মাসজিদ' (গুলশান, ঢাকা) ও উত্তরা ১১নং সেক্টর 'বায়তুন নূর জামে মাসজিদ'-এ খতীব হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি তাফসীরুল কুরআন, খুতবা, ওয়াজ মাহফিল, বিভিন্ন আলোচনা ও লেখনীর মাধ্যমে শির্কমুক্ত তাওহীদি ঈমান এবং বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমলের দাওয়াতের কাজ করে থাকেন (www.tafseerulquran.com)। তাঁর লিখিত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে এগারোটি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

***

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:

ইসলাম মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের পাঁচটি খুঁটি রয়েছে। একইভাবে ঈমানের কিছু মূলনীতি রয়েছে, কিছু শর্ত রয়েছে, ছয়টি খুঁটি রয়েছে। ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গেরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটি কারণ রয়েছে। ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ জানা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ, একজন মুসলিমের নিকট ইসলাম ও ঈমান সবচেয়ে দামি ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকটি আমলের ক্ষেত্রে তা ভঙ্গের কারণসমূহ জানার চেষ্টা করি। যেমন- ওযূ ভঙ্গের কারণ, সালাত ভঙ্গের কারণ, সিয়াম ভঙ্গের কারণ, তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ প্রভৃতি। আমল থেকে ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। ঈমান না থাকলে আমল কোনো কাজে আসবে না। প্রথমে আমরা ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। ইসলাম হলো-

هُوَ الْاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

ইসলাম হলো তাওহীদের সাথে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং শির্ক ও শির্ককারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। [দুরূসুন ফি শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান (রিয়াদ; মাকতাবাতুর রুশদ, তৃতীয় সংস্করণ) পৃ-১৫]

এ ইসলামে প্রবেশ করার পরে জেনে বা না জেনে এমন কোনো কাজ করে ফেলা, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, এ কাজগুলোই ইসলাম ভঙ্গের কারণ। এ কারণগুলো জানা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নিকট যে দু'আ করেছিলেন, তা আল্লাহ তাআলা আমাদের শিক্ষার জন্য আল-কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ﴿٣٦﴾﴾

“এবং আমাকে ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রেখো। হে আমার মালিক, নিঃসন্দেহে এগুলো (মূর্তি) বহু মানুষকেই গোমরাহ করেছে।” [সূরা ১৪; ইবরাহীম ৩৫-৩৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালামে ইসলামের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

«اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا»

“ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাদানের সিয়াম পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।” [সহীহ বুখারী: ৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম: ৮]

ঈমানের সংজ্ঞা হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালামে এভাবে এসেছে,

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

“ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে।” [সহীহ বুখারী: ৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম: ৮]

ঈমানের সংজ্ঞায় শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ (১৩৩০-১৪২০ হি.) বলেন,

اَلتَّصْدِيْقُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُوْلُهُ وَبِكُلِّ مَا شَرَعَهُ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَعَقِيْدَةٍ

“আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন, তার সবকিছু বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে তা সত্যায়ন করা।”

ইসলাম ভঙ্গের কারণ ও ঈমান ভঙ্গের কারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলোই প্রকৃতপক্ষে ঈমান ভঙ্গের কারণ।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾

"কুফরী শব্দ এরা আসলেই বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা তা অস্বীকার করেছে।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৭৪]

আর মু'মিনদের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা করো না। একবার ঈমান আনার পর তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে গিয়েছিলে।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৬৬; দুরূসুন ফী শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, পৃ. ৩০]

না জেনে কোনো ঈমান ভঙ্গের কাজ করলে এ ক্ষেত্রে ওজর গ্রহণযোগ্য কি-না? তা কারণ দেখে নির্ণয় করতে হবে। 'না জানা' এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যদি কেউ এমন দেশে বসবাস করে, যা মুসলিম দেশসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন, যেখানে কাফির ছাড়া কোনো মুসলিম বসবাস করে না, তার পক্ষে কোনোভাবেই জানা সম্ভব হয়নি, তার ক্ষেত্রে ওজর গ্রহণযোগ্য। আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে বা মুসলিম দেশে বসবাস করে, কুরআন, হাদীস ও আহলুল ইলমদের কথা শুনে, এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'না জানার' ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। [দুরূসুন ফী শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, পৃ. ৩০-৩১]

কোনো ব্যক্তি যেকোনো একটি ইসলাম ভঙ্গের কাজ করল অতঃপর তাওবা করল, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা সকল গুনাহ্গার, মুরতাদ ও অপরাধীর তাওবা কবুল করেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾

"আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল যে ব্যক্তি তাওবা করল, ঈমান আনল, নেক কাজ করল, অতঃপর হেদায়াতের পথে থাকল।" [সূরা ২০; ত্ব-হা ৮২]

তিনি আরো বলেন,

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ	১৭
এক. শির্ক	১৭
ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ) কী?	১৮
ইবাদাতের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْعِبَادَةِ)	১৯
ইবাদাতের স্বরূপ (حَقِيْقَةُ الْعِبَادَةِ)	২০
ইবাদাতের রুকনসমূহ (أَرْكَانُ الْعِبَادَةِ)	২২
ইবাদাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ (مُبْطِلَاتُ الْعِبَادَةِ)	২৫
শির্ক (اَلشِّرْكُ) কী?	২৭
শির্কের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الشِّرْكِ)	২৮
(১) শির্কে আকবার বা বড় শির্ক	২৮
শির্কে আকবার-এর পরিণতি	২৮
(২) শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক	৩০
শির্কে আকবার ও শির্কে আসগারের মধ্যে পার্থক্য اَلْفَرْقُ بَيْنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ	৩২
বহুল প্রচলিত কয়েকটি শির্কে আকবার (بَعْضُ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ)	৩৩
মহান আল্লাহর ইবাদাতসমূহকে শির্কমুক্ত রাখাই তাওহীদ	৩৬
দুই. আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো প্রকার মাধ্যম নির্ধারণ করা এবং তাদের কাছে কিছু চাওয়া	৩৯
উসীলা (اَلتَّوَسُّلُ)	৪০
যে সকল উসীলা বৈধ (اَلتَّوَسُّلُ الْجَائِزُ)	৪২
যে সকল উসীলা বৈধ নয় (اَلتَّوَسُّلُ الْمَمْنُوْعُ)	৪৩
সুপারিশ প্রার্থনা করা (طَلَبُ الشَّفَاعَةِ)	৪৪
ভরসা করা (اَلتَّوَكُّلُ)	৪৬
তিন. কাফির-মুশরিকদের মতবাদকে সঠিক বা গ্রহণযোগ্য মনে করা এবং তাদের পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা	৪৭
মুশরিকদের কাফির মনে করার আহকামসমূহ (أَحْكَامُ تَكْفِيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ)	৪৮
চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে পরিপূর্ণ মনে না করা, কিংবা অন্য কোনো মতাদর্শ বা জীবনবিধানকে এর চেয়ে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ মনে করা	৫৭

ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ

ঈমান ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত এমন বহু বিষয় আছে, যার কারণে যে কেউ ইসলামের সীমারেখা থেকে বেরিয়ে অমুসলিম ও বেঈমান হয়ে যেতে পারে। এমন বিষয়গুলো কুরআন ও সুন্নাহ'য় বিভিন্নভাবে এসেছে, তবে সেখানে এর জন্য 'নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা' পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্বসূরী বিজ্ঞ আলেমগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে এই কারণগুলোকে দশটি বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন, যেখানে সবগুলো কারণই এসে গেছে বলে সমকালীন ইসলামিক স্কলারগণও স্বীকার করছেন। নিম্নে ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের উল্লিখিত দশটি কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

[এক]

শির্ক

اَلشِّرْكُ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالٰى

> “আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।”

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” [সূরা ৪; আন-নিসা ৪৮]

﴿اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ﴾

“কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৭২]

একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ জীবিত বা মৃত অথবা জিন বা ফেরেশতার উদ্দেশ্যে যবেহ করাও 'আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক'-এর অন্তর্ভুক্ত। এর কারণটি বুঝতে হলে দুটি বিষয় বুঝা প্রয়োজন। যথা-

(১) ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ) ও (২) শির্ক (اَلشِّرْكُ)

ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ) কী?

ইবাদাতের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো-

إِنَّهَا غَايَةُ الْحُبِّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ غَايَةِ الذُّلِّ لَهُ

“ইবাদাত হলো আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ ভক্তি-বিনয়ের সাথে চূড়ান্ত ভালোবাসা।”

ইবাদাতের বিস্তারিত সংজ্ঞা হলো-

اَلْعِبَادَةُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ

“মহান আল্লাহ ভালোবাসেন এরূপ সকল কথা, বাহ্যিক ও মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।” [মাজমূ'উল ফাতাওয়াহ, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ; দুরূসুন ফী শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, পৃ. ৪০; শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন, আল-ক্বাউলুল মুফীদ: ১/১৬]

দুইটি শর্ত ছাড়া কোন ইবাদাত বিশুদ্ধ হয় না। যথা-

প্রথমত: মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ ইখলাস (اَلْإِخْلَاصُ لِلّٰهِ تَعَالٰى)। ইবাদাতটি সম্পূর্ণরূপে শির্কমুক্ত হতে হবে। যদি মহান আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَىِٕنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾

“আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৬৫]

﴿ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

“আর যদি তারা শির্ক করত, তবে তারা যা আমল করছিল তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে যেত।” [সূরা ৬; আল-আন'আম ৮৮]

দ্বিতীয়ত: ইবাদাতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে (مُتَابَعَةُ السُّنَّةِ)। এর মধ্যে কোনো বিদ'আত থাকা যাবে না।